বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি

Bangladesh Physical Society (BPS)

গঠনতন্ত্র

সংশোধিত গঠনতন্ত্র প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১৩ ইংরেজী

২৮-১২-২০১২ তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত

সংশোধিত গঠনতন্ত্র সম্পাদনায়

অধ্যাপক আবু হাসান ভূঁইয়া
ড. দিলীপ কুমার সাহা
ড. ইসতিয়াক এম. সৈয়দ

বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি
Bangladesh Physical Society (BPS)
গঠনতন্ত্র

১। নাম ঃ

সোসাইটির নাম হবে "বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি" (পরবর্তীতে একে "সোসাইটি" বলে অভিহিত করা হবে)। ইংরেজীতে যা হবে Bangladesh Physical Society বা সংক্ষেপে BPS.

২। লক্ষ্য ঃ

সোসাইটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের উন্নয়ন ও বিস্তার সাধন। বাংলাদেশের পদার্থবিদদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং সম্মেলন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির আয়োজন করা। সাময়িকী ও অন্যান্য প্রকাশনার ব্যবস্থা করা এবং রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারিগরী উন্নতির ক্ষেত্রে উপকারী অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহন করা।

৩। কার্যালয় ঃ

সোসাইটির কার্যালয় ঢাকাতে অবস্থিত হবে এবং বাংলাদেশের অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে এর শাখা কার্যালয় থাকতে পারে।

৪। মনোগ্রাম ঃ

পাশে উল্লেখিত মনোগ্রামই হবে সোসাইটির মনোগ্রাম।

সোসাইটির নিয়মাবলী, বিভিন্ন ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

ধারা - ১ ঃ সাধারণ সদস্য, আজীবন সদস্য ও ফেলো হওয়ার নিয়মাবলী

১। সোসাইটির সদস্যপদ তিন প্রকারের হবে। সাধারণ সদস্য, আজীবন সদস্য ও ফেলো ।

২। নিম্নের যেকোন ব্যক্তি সোসাইটির সাধারণ সদস্য হতে পারবেন।

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সমূহের শিক্ষক যারা পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, বস্তু বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান, মিনারলজি ইত্যাদি বিষয়ে অথবা পদার্থবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়ে শিক্ষকতা করেন তাঁরা সোসাইটির সাধারণ সদস্য হতে পারবেন।

(খ) যারা পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, বস্তু বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান, মিনারলজি ইত্যাদি বিষয়ে অথবা পদার্থবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠনে গবেষণার সাথে জড়িত তাঁরা সোসাইটির সাধারণ সদস্য হতে পারবেন।

(গ) পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, বস্তু বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান, মিনারলজি ইত্যাদি বিষয়ে অথবা পদার্থবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়ে স্নাতক, মাষ্টার ডিগ্রী বা পিএইচ ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ।

(ঘ) পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, বস্তু বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান, মিনারলজি ইত্যাদি বিষয়ে অথবা পদার্থবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা "ছাত্র-সদস্য" হতে পারবে তবে তাদের ভোটাধিকার এবং সোসাইটির নির্বাহী বোর্ডে নিযুক্ত হবার অধিকার থাকবেনা।

(ঙ) পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, বস্তু বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান, মিনারলজি ইত্যাদি বিষয় অথবা পদার্থবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয় ব্যতিত বিজ্ঞান শাখার যেকোন বিষয়ে স্নাতক, মাষ্টার ডিগ্রী বা পিএইচ ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিগণও সোসাইটির সদস্য হতে পারবেন। তবে তাঁরা নির্বাহী বোর্ডের সদস্য হতে পারবেননা।

৩। সাধারণ সদস্যদের সোসাইটির প্রাথমিক ভর্তি ফি বাবদ ২০০.০০ টাকা এবং বাৎসরিক চাঁদা ২০০.০০ টাকা হারে দিতে হবে।

৪। সোসাইটির সাধারণ সদস্যরা এককালীন ২,০০০.০০ টাকা প্রদান পূর্বক আজীবন সদস্য হতে পারবেন।

৫। সোসাইটির আজীবন সদস্যদের মধ্যে যাঁরা স্বাধীনভাবে মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, বস্তু বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান, মিনারলজি ইত্যাদি বিষয়ের অথবা পদার্থবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়ের উন্নয়ন সাধন করেছেন অথবা অন্য কোন ভাবে পদার্থবিজ্ঞানের প্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ কোন অবদান রেখেছেন যা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে, শুধু এমন ব্যক্তিরাই ফেলো হিসাবে নিযুক্ত হতে পারেন। তবে ফেলো হতে হলে তার প্রকাশনার সংখ্যা দেশী বিদেশী জার্নাল মিলিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হতে হবে।

৬। ফেলো নির্বাচিত হওয়ার পর একজন ফেলো এককালীন অনুদান বাবদ নূন্যতম ১০,০০০.০০ টাকা প্রদান পূর্বক ফেলো পদ লাভ করতে পারবেন।

ধারা - ২ ঃ নির্বাহী বোর্ড

১। সোসাইটির সমস্ত কার্য পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাহী বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে। নির্বাহী বোর্ড নিম্নলিখিত পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

সভাপতি (President)	ঃ	১ জন
সহ-সভাপতি (Vice-President)	ঃ	২ জন
কোষাধ্যক্ষ (Treasurer)	ঃ	১ জন
সাধারণ সম্পাদক (General Secretary)	ঃ	১ জন
যুগ্ম-সম্পাদক (Joint-Secretary)	ঃ	১ জন
তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক (Information & Publication Secretary)	ঃ	১ জন
কার্যকরী সদস্য (Executive Member)	ঃ	১০ জন

২। মোট ১৭ জন সদস্য নিয়ে নির্বাহী বোর্ডে গঠিত হবে। তবে ১০ জন কার্যকরী সদস্যের মধ্যে পূর্ববর্তী নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি পরবর্তী নির্বাহী বোর্ডের কার্যকরী সদস্য হিসাবে থাকবেন এবং বাকি ৯ জন কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হবেন। একটি প্রতিষ্ঠান থেকে তিনজনের বেশী নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হতে পারবেন না। নির্বাহী বোর্ডের সদস্য হতে হলে তাঁকে অবশ্যই সোসাইটির সদস্য হতে হবে এবং

পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, বস্তু বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান, মিনারলজি ইত্যাদি বিষয়ের অথবা পদার্থবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়ের হতে হবে।

৩। নির্বাহী বোর্ড দুই ক্যালেন্ডার বছরের জন্য গঠিত হবে। কোন একজন ব্যক্তি চার বছরের বেশী (পর পর দুই বারের বেশী) একই পদে থাকতে পারবেন না।

৪। নির্বাহী বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সোসাইটির নিয়ম কানুন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

ধারা - ৩ ঃ চাঁদা, অর্থ সংস্থান ও তহবিল গঠন

১। ফেলো, আজীবন সদস্য ও সাধারণ সদস্যদের চাঁদার হার নিম্নরুপ হবে।

ফেলো (অনুদান)	১০,০০০.০০ টাকা	এককালীন	(নূন্যতম)
আজীবন সদস্য	২,০০০.০০ টাকা	এককালীন	
সাধারণ সদস্য	২০০.০০ টাকা	প্রতি বছর	
ভর্তি ফি	২০০.০০ টাকা	এককালীন	
ছাত্র-সদস্য	১০০.০০ টাকা	প্রতি বছর	

২। চাঁদার এই হার নির্বাহী বোর্ড সাধারণ সভার সম্মতিক্রমে সময়ে সময়ে পুনর্বিবেচনা করতে পারবে।

৩। কোন সাধারণ সদস্যের চাঁদা যদি দুই বছরের উপরে (অতিরিক্ত তিন বছর) বকেয়া থাকে তবে তার নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে।

৪। সোসাইটি সরকারের নিকট থেকে সাহায্য নিতে পারবে এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠনের নিকট থেকে অনুদান গ্রহন করতে পারবে।

ধারা - ৪ ঃ ব্যাংক পরিচালনা

চাঁদা সহ সোসাইটির সমুদয় টাকা কোন সুপরিচিত ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। ব্যাংক একাউন্ট সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যৌথ ভাবে পরিচালনা করবেন। টাকার পরিমাণ বেশী হলে FDR একাউন্ট খোলা যাবে, যাতে সোসাইটির সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

ধারা - ৫ ঃ সভা সমিতি

১। সোসাইটির বার্ষিক সভা বৎসরের শেষ মাসে অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিবার্ষিক সভায় সাধারণ সম্পাদক বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবেন এবং কোষাধ্যক্ষ অডিটকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদান করবেন। এ ছাড়া বার্ষিক সভায় সোসাইটির কার্যাবলীর রিপোর্ট অর্থাৎ কর্মকর্তাদের রিপোর্ট, গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ, বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপর জনপ্রিয় বক্তৃতা এবং অনুরুপ আলোচনাদি থাকবে। সোসাইটির সব সদস্য বার্ষিক সভায় যোগ দিতে পারবেন।

২। শুধু ভোটদানক্ষম সদস্যরাই দ্বিবার্ষিক নির্বাচনী সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন। **এই সভায় সোসাইটির মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা বিশ ভাগ উপস্থিতিকে প্রয়োজনীয় কোরাম হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে।**

বার্ষিক সভা ছাড়াও অন্যান্য সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন সভা আহ্বানের পদ্ধতি সোসাইটির নিয়মকানুন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

ধারা - ৬ ঃ সাধারণ সভা

১। সাধারণ সভা (General Body) সোসাইটির সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। বৎসরে কমপক্ষে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা ডিসেম্বর মাসে আহ্বান করতে হবে। বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ কমপক্ষে ১৫ দিন আগে ঘোষণা করতে হবে।

২। বার্ষিক সাধারণ সভায় সোসাইটির মোট সদস্যের শতকরা বিশ ভাগ উপস্থিতিকে প্রয়োজনীয় কোরাম হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে।

৩। কোন জরুরী বিষয় আলোচনার জন্য মোট সদস্যদের কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত আবেদন ক্রমে নির্বাহী বোর্ড সাধারণ সভা (তলবি) আহ্বান করবে। এরূপ আবেদন পত্র পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে সভা ডাকার বিজ্ঞপ্তি দেয়া না হলে আবেদনকারীরা নিজেরাই দুই সপ্তাহের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বিষয় আলোচনার জন্য সভা আহ্বান করতে পারবে।

ধারা - ৭ ঃ নির্বাহী বোর্ডের সভা

১। সোসাইটির কাজে প্রয়োজন হলেই সভাপতির নির্দেশে সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী বোর্ডের সভা আহ্বান করবেন। নির্বাহী বোর্ডের সভা নূন্যপক্ষে ৩ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে আহবান করা যাবে।

২। নির্বাহী বোর্ডের সভায় মোট ৯ জন সদস্য উপস্থিত থাকলে প্রয়োজনীয় কোরাম হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে।

৩। মূলতবী সভা (যদি থাকে) সাতদিনের মধ্যে আহ্বান করতে হবে এবং এই সভায় কেবল পূর্বের সভার আলোচ্য বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ধারা - ৮ ঃ নির্বাহী বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

১। সোসাইটির ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব নির্বাহী বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে।

২। গঠনতন্ত্রে সন্নিবেশিত নিয়ম কানুন অনুযায়ী নির্বাহী বোর্ড কার্য পরিচালনা করতে বাধ্য থাকবে।

৩। সোসাইটির সর্বপ্রকার কার্যাবলীর জন্য নির্বাহী বোর্ড সাধারণ সভার নিকট দায়ী থাকবে।

৪। সোসাইটির তহবিল পরিচালনা ও সংরক্ষণের ভার নির্বাহী বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং সোসাইটির আয় ব্যয়ের হিসাব দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে।

৫। সভায় উপস্থিত নির্বাহী বোর্ডের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বোর্ডের সর্বপ্রকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

৬। বিজ্ঞানীদের স্বার্থ সংশিষ্ট জরুরী সমস্যা সমাধানকল্পে বোর্ড ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এজাতীয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তা সোসাইটির পরবর্তী সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৭। বোর্ডের কার্যকালীন সময়ে বিশেষ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত কোন নির্বাহী বোর্ডের সদস্যের পদ খালি হলে বোর্ড সে স্থলে কার্যকরী সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে সেই পদে নিয়োগ করতে পারবে।

৮। পরবর্তী নির্বাচনের কমপক্ষে তিন মাস পূর্বে যদি বোর্ডের নির্বাচিত নির্বাহী সদস্যদের মধ্যে বিশেষ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত সদস্যদের তিন বা ততোধিক পদ এককালে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শূন্য হয় এবং নির্বাহী বোর্ড প্রয়োজন মনে করেন, তবে একমাসের মধ্যে বোর্ডকে সাধারণ সভা আহ্বান করতে হবে এবং এই সভায় নির্বাচনের মাধমে উক্ত পদ পূরণ করতে হবে।

৯। প্রতি নির্বাহী বোর্ড তাদের দুই বছর সময়কালের মধ্যে দুইটি কনফারেন্স আয়োজনের ব্যবস্থা করবে। প্রথম বছর National Conference এবং দ্বিতীয় বছর International Conference. এছাড়া সময়ে সময়ে নির্বাহী বোর্ড Popular Topics এর উপর Seminar আয়োজনের ব্যবস্থা করবে।

ধারা - ৯ ঃ সভাপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব

১। সভাপতি সোসাইটির যাবতীয় কাজ তদারক করবেন।

২। সভাপতি বোর্ডের সভাসহ সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে জেষ্ঠতম সহ-সভাপতি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন। সভাপতি ও সহ-সভাপতিদ্বয়ের অনুপস্থিতিতে যে কোন কার্যকরী সদস্য বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন।

৩। সভায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব সভাপতির থাকবে।

ধারা - ১০ ঃ সহ-সভাপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব

সভাপতির সকল কাজে সহ-সভাপতিদ্বয় সহায়তা করবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতিদ্বয়ের একজন সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা - ১১ ঃ কোষাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

১। সোসাইটির অর্থ সংরক্ষণ ও আয় ব্যয়ের হিসাবের যাবতীয় দায়িত্ব কোষাধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত থাকবে।

২। কোষাধ্যক্ষ সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে ব্যাংক পরিচালনা করবেন ও সময়ে সময়ে কোষাধ্যক্ষকে বোর্ডের নিকট হিসাব পেশ করতে হবে।

৩। দুই বৎসর অন্তর কোষাধ্যক্ষকে বৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব সাধারণ সভায় লিখিত আকারে পেশ করতে হবে।

ধারা - ১২ঃ সাধারণ সম্পাদকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

১। সাধারণ সম্পাদক বোর্ডের সকল সভা ও সাধারণ সভা আহবান করবেন। তিনি সোসাইটির যাবতীয় প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করবেন এবং বোর্ড কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

২। কোন সাধারণ সভা আহবানের পূর্বে সাধারণ সম্পাদককে নির্বাহী বোর্ডের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

৩। বোর্ডের সভা নূন্যপক্ষে ৩ দিনের এবং সাধারণ সভা কমপক্ষে দুই সপ্তাহের বিজ্ঞপ্তিতে আহবান করা যাবে।

৪। সাধারণ সম্পাদক প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন এবং পরবর্তী সভায় তা পেশ করবেন। তিনি বোর্ডের সমস্ত নথিপত্র সংরক্ষণ করবেন।

৫। কোষাধ্যক্ষের সাথে যৌথভাবে সাধারণ সম্পাদক ব্যাংক পরিচালনা করবেন। খরচের সকল ভাউচারে সাধারণ সম্পাদক "PAID" সিল সহ স্বাক্ষর করবেন।

৬। সাধারণ সম্পাদক বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রস্তুত করবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় উক্ত বিবরণী লিখিত আকারে পেশ করবেন।

ধারা - ১৩ ঃ যুগ্ম-সম্পাদকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

সাধারণ সম্পাদকের সকল কাজে যুগ্ম-সম্পাদক সহযোগিতা করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার যাবতীয় কার্য পরিচালনা করবেন।

ধারা - ১৪ ঃ সভাপতির ভাষণ

সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভায় ভাষণদান সভাপতির কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে।

ধারা - ১৫ ঃ ফেলো নির্বাচন

১। ফেলো নির্বাচনের সুবিধার জন্য প্রথমে নির্বাহী বোর্ড সোসাইটির আজীবন সদস্যদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক ফেলোর নাম প্রস্তাব করবে। তাদের যোগ্যতা মোটামুটিভাবে গবেষণা ও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সমতুল্য হতে হবে। তাদের গবেষণা আর্ন্তজাতিক বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত থাকতে হবে। দেশী বিদেশী জার্নালে তার প্রকাশনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হতে হবে। যাঁরা শুধু গবেষণায় লিপ্ত তাঁদের গবেষণায় কমপক্ষে বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যাঁদের বিজ্ঞান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিশেষ অবদান আছে, তাঁরাও ফেলো নির্বাচিত হতে পারবেন।

২। নির্বাহী বোর্ডের দ্বিতীয় পরবর্তী সভায় ফেলো নির্বাচিত হবেন। নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক মনোনীত হওয়ার পর তাঁকে পত্র মারফত জানাতে হবে ও অনুদান প্রদানের জন্য বলা হবে। নির্বাচিত ফেলো অনুদান প্রদানের পর তাঁদের নাম সোসাইটির পরবর্তী বার্ষিক সভায় ঘোষণা করা হবে এবং ফেলো সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

ধারা - ১৬ ঃ বোর্ডের নির্বাচন

১। সোসাইটির বার্ষিক সভায় উপস্থিত ভোটদানক্ষম সদস্যদের প্রদত্ত ভোটে নির্বাহী বোর্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন তৎকালীন দায়িত্বে আসীন বোর্ডের দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় অনুষ্ঠিত হবে।

২। উক্ত সাধারণ সভায় সভাপতি একজন সদস্যকে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন-কমিশনার নিয়োগ করবেন। নির্বাচন কমিশনার নিজে কোন পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না তবে ভোট দিতে পারবেন।

৩। প্রত্যেক পদের জন্য প্রার্থীর নাম একজন সদস্য দ্বারা প্রস্তাবিত ও অপর একজন সদস্য দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

৪। প্রত্যেক প্রস্তাবের সঙ্গে প্রার্থীর সম্মতি থাকতে হবে।

৫। কোন সদস্য একাধিক পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না।

৬। কোন সদস্য সাধারণ সভায় উপস্থিত না থেকেও নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে পারবেন। তবে প্রস্তাবককে ও সমর্থককে অবশ্যই সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।

৭। নির্বাহী বোর্ডের সদস্যগণ সাধারণ সদস্যের সংখ্যাধিক্যের হ্যাঁ সূচক ভোটে নির্বাচিত হবেন।

৮। যদি ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহনের প্রয়োজন হয় তবে উক্ত সভাতেই ভোট গ্রহনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময় পরই ভোট গণনা করা হবে। প্রার্থী নিজে অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধি ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন।

ধারা - ১৭ ঃ বোর্ডের কার্যকরী বৎসর

১লা জানুয়ারী হতে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় নির্বাহী বোর্ডের এক কার্যকরী বৎসর বলে গণ্য হবে।

ধারা - ১৮ ঃ বোর্ডের মেয়াদ

সাধারণত দুই কার্যকরী বৎসর বোর্ডের মেয়াদ বলে গণ্য হবে। নতুন বোর্ড গঠন হবার পর পনের দিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্বতন বোর্ডকে নবনির্বাচিত বোর্ডের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

ধারা - ১৯ ঃ সাব-কমিটি গঠন ও তার কার্যকাল

নির্বাহী বোর্ড প্রয়োজনে একাধিক সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে। তবে উক্ত নির্বাহী বোর্ডের কার্যকাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে সকল সাব-কমিটি বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

ধারা - ২০ ঃ সম্পাদকীয় বোর্ড ও জার্ণাল প্রকাশ

সোসাইটির প্রকাশনা সম্পর্কে নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন কার্যভার গ্রহনের জন্য নির্বাহী বোর্ড একজন প্রধান সম্পাদক (Chief Editor) ও একজন সম্পাদক (Editor) সহ অন্যান্য ৬ জন সদস্য সহকারে সম্পাদকীয় বোর্ড (Editorial Board) গঠন করবেন। সোসাইটির জার্ণাল প্রকাশের ক্ষেত্রে উক্ত সম্পাদকীয় বোর্ড সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা - ২১ ঃ সোসাইটির শাখা সমূহ

১। বাংলাদেশের যে কোন শহরে বা এলাকায় বাসরত অন্তত পক্ষে ১০ জন আজীবন সদস্য উদ্যোগ গ্রহণ করলে নির্বাহী বোর্ড সেখানে সোসাইটির একটি স্থানীয় শাখা খোলার অনুমতি দিতে পারবে।

২। শাখার কার্যাবলী পরিচালনার জন্য একটি স্থানীয় কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে।

৩। বোর্ড প্রয়োজনবোধে যে কোন শাখা ঐ শাখার কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনার পর ভেঙ্গে দিতে পারবে।

ধারা - ২২ ঃ অনাস্থা প্রস্তাব

নির্বাহী বোর্ড বা এর কোন কর্মকর্তা বা কার্যকরী সদস্যের বিরুদ্ধে কারণ দর্শিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হলে কমপক্ষে মোট ভোটদানক্ষম সদস্যদের এক তৃতীয়াংশের যুক্তভাবে লিখিত দরখাস্ত সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে। যদি প্রস্তাবটি উপস্থিত মোট সদস্যদের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ কর্তৃক গৃহীত হয় তবে নির্বাহী বোর্ড বা বোর্ডের সেই কর্মকর্তা বা সদস্য স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত হবেন। এভাবে নির্বাহী বোর্ড ক্ষমতাচ্যুত হলে একই সভায় একজন আহ্বায়ক নির্বাচন করে দুই সপ্তাহের মধ্যে সেই আহ্বায়ক নতুন নির্বাহী বোর্ড গঠন করার উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা আহ্বান করবেন।

ধারা - ২৩ ঃ পদত্যাগ পত্র

১। কোন কার্যকরী সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে তাঁকে লিখিতভাবে কারণ দর্শিয়ে পদত্যাগপত্র সভাপতির নিকট দাখিল করতে হবে। নির্বাহী বোর্ড পরবর্তী সভায় পদত্যাগ পত্র বিবেচনা করে তা গ্রহন করলে উক্ত পদ শূন্য বলে বিবেচিত হবে।

২। নির্বাহী বোর্ডের কার্যকরী সদস্যরা সকলে একযোগে পদত্যাগ করলে সভাপতি ১৫ দিনের মধ্যে এক সাধারণ সভায় তা পেশ করবেন। উক্ত সাধারণ সভা একজনকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করবেন যিনি দুই সপ্তাহের মধ্যে বোর্ডের নির্বাচনের জন্য সাধারণ সভা আহ্বান করবেন।

ধারা - ২৪ ঃ কার্যকরী বোর্ডের সদস্য পদ বাতিল

নিম্নলিখিত কারণে, সাধারণ সভার সম্মতি সাপেক্ষে, কোন কার্যকরী সদস্যের সদস্য পদ বাতিল হবে ঃ

১। যদি তিনি উপযুক্ত কারণ ছাড়া নির্বাহী বোর্ডের পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

২। যদি কর্তব্য পালনের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার করে সোসাইটির আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোন কাজ করেন, সোসাইটির কোন জিনিষপত্র নষ্ট করেন বা সোসাইটির টাকা পয়সা আত্মসাৎ করেন।

৩। গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোন কাজ করেন।

ধারা - ২৫ ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন

বর্তমান গঠনতন্ত্রের কোন অংশ সংশোধন বা বাতিল করতে হলে নির্বাহী বোর্ড একটি "গঠনতন্ত্র সংশোধন" সাব-কমিটি গঠন করবে। উক্ত সাব-কমিটি গঠনতন্ত্র সংশোধন করে নির্বাহী কমিটির নিকট পেশ করবে। এরপর নির্বাহী কমিটি একটি খসড়া সংশোধিত গঠনতন্ত্র তৈরি করে বার্ষিক সাধারণ সভায়

পেশ করবে। **বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানক্ষম উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংশোধিত গঠনতন্ত্র পাশ হতে হবে।**